সংবাদ

তারিখ 10 APR 2014 পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সারাদেশে শিক্ষকদের

বদলির হুমকি দিয়ে চলছে বাণিজ্য

রাকিব উদ্দিন

দেশব্যাপী সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক বদলির নামে শুরু হয়েছে ব্যাপক বাণিজ্য। কোন নীতিমালা ছাড়াই ঢালাওভাবে সারাদেশের স্কুল শিক্ষকদের বদলির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগাম ঘোষণা (গত ৩০ মার্চ) দিয়ে এ বদলির সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও গতকাল পর্যন্ত কাউকে বদলি করা হয়নি। কিন্তু বদলির হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে বাণিজ্য চলছে পুরোদমে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) এক শ্রেণীর কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক এবং মাউশির আঞ্চলিক (ডিডি) উপপরিচালকদের বিরুদ্ধে বদলি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা গতকাল সংবাদকে বলেন, বদলির নামে লেনদেনের অভিযোগ উঠলে মাউশির কাছ থেকে বদলির ক্ষমতা খর্ব করে মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যারা দীর্ঘদিন অর্থাৎ তিন থেকে ২০ বছর ধরে ঢাকায় কর্মরত আছেন তাদের অবশ্যই বদলি করতে হবে। কিন্তু যারা ১০ থেকে ২০ বছর ধরে একই স্কুলে আছেন তাদের বাদ দিয়ে যারা তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে আছেন তাদের বদলি করলে তা অবশ্যই বিতর্কিত হবে। এতে সারাদেশের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হবে। ভেঙে পড়তে পারে একাডেমিক কার্যক্রম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল সংবাদকে বলেন, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের যেসব জেলা সদরের স্কুলে শিক্ষকের পদ শূন্য নেই সেসব স্কুলের কিছু শিক্ষককে, বাণিজ্য : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

বাণিজ্য : হুমকি দিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্য স্কুলে বদলি করে শিক্ষক স্বল্পতা সমন্বয়ের জন্য ডিডিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে মহিলা, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক শিক্ষকদের ঢাকার বাইরে বদলি করা হবে না বলে তিনি জানান।

হঠাৎ গণহারে বদলি এবং বদলি নিয়ে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

ঢাকার কয়েকটি স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় আছেন শিক্ষা প্রশাসনের বিতর্কিত কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে তাদের বলা হয়েছে, রাজধানীতে থাকতে হলে দেড় থেকে আড়াই লাখ টাকা করে দিতে হবে। আর অংক ও ইংরেজির শিক্ষক হলে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে। যারা বাইরে থেকে ঢাকায় আসবেন তারাও বিতর্কিত কর্মকর্তাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিয়ে ঢাকায় আসবেন।

এ বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ঢাকার সরকারি স্কুলগুলোতে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক কর্মরত আছেন। এরমধ্যে কমপক্ষে ৫০০ শিক্ষককে বদলির জন্য টার্গেট করা হয়েছে। মতিঝিল ও তেজগাঁওয়ের দুটি স্কুলের দুজন শিক্ষক সংবাদকে জানান, বদলি ঠেকাতে তারা দুই লাখ টাকা করে শিক্ষা প্রশাসনের বড় কর্তাদের দিয়েছেন।

সারাদেশের মোট ৩২১টি সরকারি হাইস্কুলের ৯ হাজার ৯৫৪টি সহকারী শিক্ষকের পদের মধ্যে বর্তমানে ১ হাজার ৪৮৯টি পদ শূন্য আছে। এই শূন্য পদের বেশিরভাগই ঢাকার বাইরের থানা পর্যায়ের ও পার্বত্য জেলার স্কুলের। শিক্ষক স্বল্পতায় এসব এলাকার স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক স্কুলে ক্লাস রুটিন পর্যন্ত প্রণয়ন করা যাচ্ছে না।

কিন্তু ঢাকার ২৭টি স্কুলে কোন শিক্ষকের পদ খালি নেই। ঢাকার বাইরের জেলা সদরের স্কুলগুলোতেও শিক্ষক স্বল্পতা নেই। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় সব স্কুলেই শিক্ষক বদলির মাধ্যমে শূন্যপদ সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। এ নিয়ে চলছে বাণিজ্য। যারা ক্ষমতাবান কিংবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনৈতিক সুবিধা দিতে পারছেন তাদের বাদ দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের বদলির জন্য তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাউশির রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক রফিকুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'আমি শিক্ষকদের বদলির তালিকা তৈরি করছি। আর চেষ্টা করছি আশপাশের উপজেলায় রাখতে, যাতে তাদের হয়রানি কম হয়।' বদলি নিয়ে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'রংপুর অঞ্চলে বাণিজ্য হবে না। অন্য অঞ্চলের বিষয়ে আমি বলতে পারব না।'

জানা গেছে, জাতীয়করণ হওয়া দুটিসহ বর্তমানে দেশে মোট ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এসব স্কুলে সহকারী শিক্ষকের মোট পদ আছে ৯ হাজার ৯৫৪টি। এসব স্কুলে বর্তমানে সহকারী শিক্ষক আছেন ৮ হাজার ৪৬৫ জন। অর্থাৎ ১ হাজার ৪৮৯টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি আছে। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের কোন স্কুলে শিক্ষকের পদ শূন্য নেই।

আর সরকারি স্কুলগুলোতে বর্তমানে কর্মরত প্রধান শিক্ষক আছেন ১০২ জন। বাকি ২২১টি প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছে সহকারী প্রধান শিক্ষকরা। যদিও ঢাকার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল আছেন বিগত বিএনপি-জামায়াতের আমলে পদায়ন পাওয়া শিক্ষক। তাদের গত পাঁচ বছরেও বদলির উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

এদিকে সরকারি স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষকের মোট ৪৪৬টি পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক আছেন মাত্র ৩০০ জন। অর্থাৎ সহকারী প্রধান শিক্ষকের ১৪৬টি পদও বর্তমানে খালি আছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনের উদ্যোগ না নিয়ে ঢালাওভাবে শিক্ষকদের বদলির ফাঁদে ফেললে দেশব্যাপী সরকারি স্কুলগুলোতে নৈরাজ্য ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে সরকারের ভাবমূর্তি।

মাউশির পরিচালক প্রফেসর সজল কান্তি মণ্ডল জানান, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জের স্কুলগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা প্রকট। তবে চট্টগ্রাম শহরের ৯টি স্কুলে শিক্ষকের কোন পদই শূন্য নেই। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির মোট ১৮টি স্কুলে ৫০ শতাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

বদলি বাণিজ্য :

ঢাকার সরকারি স্কুলগুলোতে যেসব শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছেন বদলির জন্য তাদের তালিকা প্রণয়ন করতে সবক'টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে সম্প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিক্ষা ভবন থেকে। যেসব শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের আস্থাবান, যারা প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি ও আমলার নিকটাত্মীয় এবং যারা শিক্ষা ভবনের বড় কর্তাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে ঢাকায় কর্মরত তাদের বাদ দিয়ে তালিকা প্রণয়ন হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ শিক্ষা ভবনের নির্দেশনা দেয়ার পর স্কুলগুলোতে বদলির তালিকা তৈরির নামে ব্যাপক বাণিজ্য হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে সাধারণ শিক্ষক এবং কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছ থেকে বদলির হুমকি দিয়ে দেড় থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায় করা হচ্ছে। বদলি আতঙ্কে অনেক শিক্ষক একাডেমিক কার্যক্রম ছেড়ে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধি, আমলা ও শিক্ষা ভবনের বড় কর্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। এতে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।

জানা গেছে, ঢাকায় শিক্ষক বদলিতে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, ধানমন্ডি গভঃবয়েজ হাইস্কুল, ধানমন্ডি ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ইতোমধ্যে বদলির সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করেছেন বলে মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'নীতিমালার ভিত্তিতে বদলি করতে হবে।

যারা ২০ বছর ধরে কর্মরত আছেন তাদের বদলি না করে যারা পাঁচ বছর কিংবা আট বছর ধরে ঢাকায় আছে তাদের শাস্তিমূলক বদলি করলে বদলি কার্যক্রম নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এতে শিক্ষকরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বে। পাঠদানে আগ্রহ হারাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্রছাত্রীরা।'

ইনছান আলী জানান, তার স্কুলে মোট ৫২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩০ জনই পাঁচ থেকে ২০ বছর ধরে একই স্কুলে কর্মরত আছেন। এরমধ্যে সামাজিক বিজ্ঞানে পাঁচজন ও বাণিজ্য বিভাগে দুজন শিক্ষক বেশি আছেন। এ তালিকাও শিক্ষা ভবনে দেয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।